দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 16 OCT 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

12

ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির হার বাড়ছে

বরিশাল বিভাগের ৪৬৬টি স্কুলে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু

শওকত মিলটন, বরিশাল থেকে

বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলায় ৪শ' ৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচী চালু হওয়ায় ভূলগামী শিশুদের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে উপস্থিতির হার। ১ লাখ ১৫ হাজার ৭শ' ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী এ কর্মসূচীর আওতায় এসেছে। যার মধ্যে ৫৯ হাজার ৪১ জনই ছাত্রী। ইতোমধ্যে গত জুন '৯৪ পর্যন্ত এ কর্মসূচীর আওতায় ৬৯৭৩ দশমিক ৪৮১ মেট্রিক টন গম বিতরণ করা হয়েছে। কর্মসূচীর গমকে কেন্দ্র করে বিভিন্নস্থানে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হলেও পদ্ধতিগত কারণে তদন্তের পরও কাউকে আটকানো যায় না বলে দায়িত্বশীল সূত্র স্বীকার করেছে। তবে সম্প্রতি বাউফল থানায় এ ঘটনায় কয়েকজন শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে।

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় ৪৮ হাজার ২শ' ৪৭টি পরিবারকে আনা হয়েছে। বরিশাল জেলার ১০টি থানার ১৩৭টি স্কুলের ১৮ হাজার ৫শ' ৫৬ ছাত্র-ছাত্রীকে এ কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২৭৯ দশমিক ৬১৯ মেট্রিক টন গম বিতরণ করা হয়েছে। ঝালকাঠি জেলার ৪৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ হাজার ৬শ' ৯৯ ছাত্র-ছাত্রী এ কর্মসূচীর আওতায় ৬৯৮ দশমিক ১০১ মেট্রিক টন গম বিতরণ করা হয়েছে।

পটুয়াখালী জেলার ৭৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮ হাজার ৯শ' ৭০ ছাত্র-ছাত্রী এ কর্মসূচীর আওতায় এসেছে। বিতরণকৃত গমের পরিমাণ ১০৪৯ দশমিক ৯৬৫ মেট্রিক টন। বরগুনার ৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭ হাজার ৩শ' ৪১ ছাত্র-ছাত্রীকে এ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে এবং বিতরণ করা হয়েছে ৬৩৩ দশমিক ৪৬৫ মেট্রিক টন গম।

পিরোজপুর জেলার ৭ হাজার ৬শ' ৯২ ছাত্র-ছাত্রীকে এ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এ জেলায় স্কুলের সংখ্যা ৭৭টি এবং বিতরণকৃত গমের পরিমাণ ৭৬৮ দশমিক ২৭৫ মেট্রিক টন। ভোলায় বিতরণকৃত চালের পরিমাণ ৩৭ দশমিক ৫০১ মেট্রিক টন এবং ২৬৯৪ দশমিক ৫৬ মেট্রিক টন গম জেলার ৭১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৮ হাজার ৯শ' ২৬ ছাত্র-ছাত্রীকে এ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এ তথ্য দায়িত্বশীল সূত্রের।

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় প্রতি পরিবারের সর্বোচ্চ দু'ছাত্র-ছাত্রীকে মাথাপিছু মাসিক ১৫ কেজি গম দেয়ার বিধান রয়েছে। সেইসব পরিবারই এর সুবিধা পাবে যাদের পারিবারিক চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশের উপরে নয় পরিবহন খরচ বাবদ ১৮৫ টাকা দেয়া হয় এবং বস্তা বিক্রির অর্থও স্কুল পাবে বলে বিধান রয়েছে। সরকারী নিয়মানুযায়ী স্কুল কর্তৃপক্ষের এই গম উঠানোর কথা থাকলেও বাস্তবে তারা এ কাজ করেন না। শুধুমাত্র নির্ধারিত স্থানগুলোতে সই-স্বাক্ষর ছাড়া বাকি সব ঝামেলা স্কুলের শিক্ষকদের পোহাতে হয়। ফলে এর পিছনে একজন শিক্ষককে অন্তত ১০টি কার্যদিবস ব্যয় করতে হয়। এতে ঐ শিক্ষকের নির্ধারিত বিষয়ের পাঠ গ্রহণ থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে। এ তথ্য একই সূত্রের।

সূত্রটি জানায়, সরকার প্রদত্ত পরিবহন খরচ দিয়ে পরিবহন ব্যয় মেটানো সম্ভব হয় না। অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয় গম বিক্রি করে। আর যে পরিমাণ গম বিক্রি করে এই ব্যয় মেটানো হয় তা কেটে রাখা হয় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে। বরিশাল বিভাগের বেশিরভাগ অঞ্চল সড়কপথে যুক্ত না থাকায় নৌপথে পরিবহনের কারণে এই অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়। এছাড়া খাদ্যগুদাম থেকে যখন গম প্রদান করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওজনে কম। অপরদিকে স্কুল কমিটির বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের এই বরাদ্দ থেকে গম প্রদান করা হয় খুশি রাখতে। অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী সদস্যদের চাপে এমন ছাত্র-ছাত্রীকে গম প্রদান করতে বাধ্য করা হয় যাদেরকে সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী এই কর্মসূচীর আওতায় আনা যায় না।

দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে উপপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয়, প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা হয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পদ্ধতিগত কারণে আটকানো সম্ভব হয় না।